জীবনের জন্য জাকাত

(লেখাটি সাপ্তাহিক যায়- যায়-দিন পত্রিকায় " মেইল ব্যাগ " বিভাগে প্রকাশিত ।)
প্রকাশের তারিখ : ২৯শে সেপ্টেম্বর ,২০০৭,শনিবার

সৌদি আরবে ছয় বছর এক কোম্পানিতে কাজ করার পর অন্য কোম্পানিতে স্হানান্তরিত হলাম। রমজান মাস। চাকরিতে নতুন যোগদান, ৩টা পর্যন্ত ডিউটি হলেও বিকাল ৫টা পর্যন্ত অফিস করতে হয়েছে। ৫টা ১০-এ ইফতারের সময় ছিল। আশপাশে কোনো চকবাজার ছিল না, অল্প সময়ে ইফতারিও কিনতে পারিনি। অবশেষে কলিগ (ইনডিয়ান কেরালা) দুজন বল্লা, তাদের সঙ্গে মসজিদে ইফতার করতে। দ্বিধায় পড়ে গেলাম। ছয় বছর ধরে (মসজিদে) জবরদশত ইফতারির কথা শুধু শুনেই গেছি ; কিন্তু কখনো দেখার ইচ্ছা হয়নি। তবুও সে বার না গিয়ে উপায় ছিল না। গিয়ে দেখি বাংলাদেশি, ইনডিয়ান ও পাকিস্তানি লোকে লোকারণ্য। অন্য দেশীয় যৎসামান্য। সারি বেঁধে ইফতারি দেয়া হচ্ছে। লজ্জায় সঙ্কুচিত হয়ে গেলাম। ওরা আমাকে টেনে নিয়ে গেল। আজান হলো, সবাই সারি বেঁধে বসে খাচ্ছে । আমিও শুরু করলাম। কিছুক্ষণ পর দেখলাম খাওয়া শেষ করে লোকজন উঠে যাচ্ছে । আমার তো সিকি পরিমাণও শেষ হয়নি। সৌদি খাবার(খেপছা), লেবান, আপেল, খেজুর, পাপড়, কলা, কমলালেবু, জিলাপি ইত্যাদি মিলে একঝাক ইফতারি খেয়ে শেষ করা কঠিন। যাহোক, সেদিনের জন্য সেরে গেলাম। কিন্তু ভেবে পাচ্ছিলাম না, এভাবে শত শত মানুষ প্রতিদিন আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে ইফতারি করছে, এসব আসে কোথা থেকে ? জানার জন্য পরদিন তাদের সঙ্গে আবার গেলাম। দেখলাম সউদিয়ানরা দুই হাত মেলে ইফতারি বিলিয়ে দিচ্ছে খুবই শালীনতা ও শৃংখলার মধ্য দিয়ে। যতোই ভিড় বা ঠেলাঠেলি হোক না কেন, অত্যন্ত ধৈর্য্য ও শৃংখলার মধ্য দিয়ে মোকাবেলা করে যাচ্ছে , কোনো বিরক্তি নেই। তাদের দৃষ্টিতে সবাই সমান , মুল লক্ষ্য ; পুণ্য কামাই। অথচ এ রকম একটি পরিবেশ যদি বাংলাদেশে কোথাও গড়ে উঠতো তাহলে পরদিন দৈনিক পত্রিকার শিরোনামে আসতো –

" ইফতারি বা জাকাত নিতে গিয়ে পদপৃষ্ঠে ১০ জন নিহত ও অর্ধশতাধিক আহত ।"

দানের নামে বাহাদুরি ! সপ্তাহব্যাপী এলাকায় মাইক দিয়ে প্রচার চালিয়ে জাকাত দেয়ার ব্যবস্থা করে। তারপর দোতলা থেকে ছুড়ে ছুড়ে জাকাত দিয়ে নাম কামাতে যায়। ধনী দানবীর হিসেবে নিজেকে জাহির করে। ভবিষ্যতে ইলেকশন করবে, নেতা হবে ; হায়রে মানবতা! জাকাত যারা নেয় তারাও মানুষ, আত্মসম্মানবোধ তাদেরও আছে। পার্থক্য হলো তারা গরিব, অসহায়। তাই নিরুপায় হয়ে জাকাত বা ফিতরা নেয়। তারা তো শিয়াল-কুকুর বা কাক নয় যে, ওপর থেকে ছিটিয়ে ভাত দিতে হবে ! দেশের ধনাঢ্য নামের এক শ্রেণীর কালোবাজারি বা অবৈধ পয়সার মালিকরা এভাবেই প্রতি বছর জাকাতের নামে মানুষের

জীবনকে নিয়ে তামাশা করে। এ বছরও সে ধরনের মানুষরূপী শয়তানরা হয়তো একই পন্থায় জাকাত পরিবেশন করবে এবং প্রাণহানির সংবাদ পাওয়া যাবে পত্রিকায়। সুতরাং আগে থেকেই এ ধরনের অপ্রত্যাশিত ঘটনা এড়িয়ে চলা উচিত এবং প্রশাসনকে এসব প্রচারের বিরুদ্ধে শোনামাত্র আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার , যাতে অকারণে অসহায় মানুষের প্রাণনাশের মতো ন্যক্কারজনক ঘটনা না ঘটে। কারণ জীবনের জন্য জাকাত , জাকাতের জন্য জীবন নয়। তাছাড়া জাকাতের ক্ষেত্রে প্রকৃত হাদিস হলো – " তোমরা ডান হাতে এমনভাবে দান করো, যেন বাম হাতও জানতে না পারে।"

আইয়ুব আহমেদ দুলাল
সৌদি আরব

ই-মেইলঃ ayubalibd@hotmail.com